সমকাল

29 APR 2026

অ্যামচ্যামের সভায় বাণিজ্যমন্ত্রী

এলডিসি থেকে মসৃণ উত্তরণে যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা প্রয়োজন

সমকাল প্রতিবেদক

বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির বলেছেন, স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) কাতার থেকে উত্তরণের আগে উন্নত বাজারে অগ্রাধিকারভিত্তিক রপ্তানি সুবিধা নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মসৃণ উত্তরণের লক্ষ্যে তিন বছর পেছানোর চেষ্টা করছে সরকার। আগামী নভেম্বরের পরিবর্তে ২০২৯ সালের মধ্যে উত্তরণের লক্ষ্য নির্ধারণ করে জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট বিভাগে আবেদন করা হয়েছে। এলডিসি থেকে মসৃণ উত্তরণে যুক্তরাষ্ট্রের অব্যাহত সহায়তা প্রয়োজন।

গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর বনানীর শেরাটন হোটেলে আমেরিকান চেম্বার অব কমার্স ইন বাংলাদেশ (অ্যামচ্যাম) আয়োজিত 'অ্যাডভান্সিং ইউএস-বাংলাদেশ ইকোনমিক পার্টনারশিপ' বিষয়ক নীতিগত সংলাপে এসব কথা বলেন বাণিজ্যমন্ত্রী। অ্যামচ্যাম সভাপতি সৈয়দ এরশাদ আহমেদের সভাপতিত্বে সংলাপে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ঢাকায় নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি. ক্রিস্টেনসেন।

যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব প্রসঙ্গে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, জ্বালানি খাতে যুক্তরাষ্ট্রের বিনিয়োগ ইতিবাচক অবদান রাখলেও সামগ্রিক সম্ভাবনার তুলনায় তা এখনও কম। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মার্কিন বিনিয়োগে ওঠানামার প্রবণতা বিনিয়োগকারীদের আস্থা আরও জোরদারের প্রয়োজনীয়তার ইঙ্গিত দেয়। প্রযুক্তি স্থানান্তর ও উদ্ভাবনের গুরুত্ব তুলে ধরে তিনি বলেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ডিজিটাল রূপান্তর এবং আইসিটি খাতে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হতে পারে। পাশাপাশি আইসিটি, ফিনটেক, ই-কমার্স ও ডিজিটাল সেবা খাতে সহযোগিতা বাড়ানোরও ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে।

মার্কিন রাষ্ট্রদূত বলেন, পারস্পরিক বাণিজ্য চুক্তি এআরটি একটি উৎকৃষ্ট চুক্তি, যা প্রতিযোগিতামূলক ১৯ শতাংশ শুল্কে বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ মার্কিন বাজারে প্রবেশাধিকার বজায় রাখে। একই সঙ্গে এটি বাংলাদেশের শুল্ক ও অশুল্ক বাণিজ্য প্রতিবন্ধকতায় কিছু পরিবর্তন আনে, যা যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি বাড়াতে সহায়তা এবং বাণিজ্য ভারসাম্য রক্ষা করে।

অ্যামচ্যাম সভাপতি তাঁর বক্তব্যে পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র অংশীদারিত্ব বজায় রাখার গুরুত্বের ওপর জোর দেন।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

কালবেলা

29 APR 2026

বাণিজ্য চুক্তি বাস্তবায়নের তাগিদ যুক্তরাষ্ট্রের

অ্যামচেমের অনুষ্ঠান

কালবেলা প্রতিবেদক ▸▸

বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য চুক্তির কিছু বিষয় নিয়ে ব্যাখ্যা দিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি ক্রিস্টেনসেন। তিনি বলেন, এ চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশ তার শুল্ক ও অশুল্ক বাণিজ্য বাধা দূর করতে উদ্যোগ নিচ্ছে। ফলে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি বৃদ্ধি পাবে এবং দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যে ভারসাম্য আসবে। চুক্তির আওতায় যুক্তরাষ্ট্র থেকে কী কী পণ্য আমদানির প্রতিশ্রুতি আছে, তাও তিনি উল্লেখ করেন।

গতকাল মঙ্গলবার আমেরিকান চেম্বার অব কমার্স ইন বাংলাদেশ (অ্যামচেম) আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। এ সময় ব্রেন্ট টি ক্রিস্টেনসেন দুই দেশের মধ্যে আমদানি-রপ্তানির ঘাটতি, বাংলাদেশের কৃষি ও জ্বালানি পণ্য আমদানির প্রতিশ্রুতি, দেশে ব্যবসার পরিবেশ উন্নয়ন এবং বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য নীতি সংস্কারের বিষয়গুলো তুলে ধরেন। পাশাপাশি জ্বালানি, প্রযুক্তি, ডিজিটাল ফাইন্যান্স, অবকাঠামো ও শিল্প খাতে যুক্তরাষ্ট্রের সম্ভাব্য ভূমিকা নিয়েও কথা বলেন।

রাজধানীর শেরাটন হোটেলে 'বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব জোরদার' শীর্ষক এ সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আবদুল মুক্তাদির। অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন অ্যামচ্যাম সভাপতি সৈয়দ এরশাদ আহমেদ, এক্সিলারেট এনার্জি বাংলাদেশ লিমিটেডের কান্ট্রি ম্যানেজার হাবিব ভূঁইয়া ও কোলগেট পামোলিভ ব্যবস্থাপনা পরিচালক হাসান মাজহার।

বাণিজ্য চুক্তির বাস্তবায়ন হলে শুধু দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য নয়, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নও নতুন উচ্চতায় পৌঁছাবে বলে মন্তব্য করেন ব্রেন্ট টি ক্রিস্টেনসেন। তিনি বলেন, দক্ষিণ এশিয়ায় কৌশলগত অবস্থানের কারণে ২১ শতকে বাংলাদেশ একটি প্রধান উৎপাদনকেন্দ্রে (ম্যানুফ্যাকচারিং সেন্টার) পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই বাণিজ্য চুক্তি একটি চমৎকার চুক্তি। এ চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশ তার শুল্ক ও অশুল্ক বাণিজ্য বাধা দূর করার উদ্যোগ নিয়েছে। ফলে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি বাড়বে এবং দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যে ভারসাম্য আসবে।

ব্রেন্ট টি ক্রিস্টেনসেন আরও বলেন, 'কোনো দেশ যদি যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য রপ্তানি করে আর আমদানির ক্ষেত্রে অন্য দেশগুলোর ওপর নির্ভর করে, তাহলে ওই দেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী বাণিজ্য ঘাটতি তৈরি হয়। ফলে যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারে না। তাই আপনি যদি আমাদের কাছে পণ্য বিক্রি করতে চান, তাহলে আমাদের কাছ থেকেও পণ্য কেনার চেষ্টা করতে হবে।'

> বাংলাদেশ ৩৫০ কোটি ডলারের কৃষিপণ্য (গম, সয়াবিন, তুলা ও ভুট্টা) কেনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে
>
> আগামী ১৫ বছরে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ১৫০০ কোটি ডলারের জ্বালানিপণ্য আমদানির প্রতিশ্রুতিও রয়েছে

> দেশের তৈরি পোশাক খাতের রপ্তানির একটি বড় অংশ যুক্তরাষ্ট্রে, যা আমাদের জন্য একটি বড় ঝুঁকি তৈরি করে। তাই আমাদের রপ্তানিতে বৈচিত্র্যকরণ অত্যাবশ্যকীয়
>
> **খন্দকার আবদুল মুক্তাদির**
> *বাণিজ্যমন্ত্রী*

> কোনো দেশ যদি যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য রপ্তানি করে আর আমদানির ক্ষেত্রে অন্য দেশগুলোর ওপর নির্ভর করে, তাহলে ওই দেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী বাণিজ্য ঘাটতি তৈরি হয়
>
> **ব্রেন্ট টি ক্রিস্টেনসেন**
> *রাষ্ট্রদূত, যুক্তরাষ্ট্র*

রাষ্ট্রদূত আরও বলেন, বাংলাদেশে জ্বালানি চাহিদা পূরণে ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে টিকিয়ে রাখতে বাংলাদেশের জ্বালানি খাতে ২০৫০ সালের মধ্যে প্রায় ১৮ হাজার কোটি ডলারের বিনিয়োগ প্রয়োজন। এর জন্য বাংলাদেশের জ্বালানি খাতে শেভরন, এক্সিলারেট এনার্জি ও জিই ভার্নোভার মতো যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলোর বিনিয়োগে আগ্রহ রয়েছে। এ ছাড়া ১০ কোটির বেশি ইন্টারনেট ব্যবহারকারী নিয়ে বাংলাদেশ এখন দ্রুত ডিজিটাল অর্থনীতির দিকে এগোচ্ছে। এ যাত্রা স্টারলিংক, গুগল পে, ওরাকল, মাইক্রোসফটের মতো যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোর সঙ্গে সহযোগিতার বাস্তব সুযোগ তৈরি করছে।

এ সময় রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি ক্রিস্টেনসেনের ব্যাখ্যায় উঠে আসে বাণিজ্য চুক্তির ফলে দুই দেশের বাণিজ্য সম্পর্ক সহায়তানির্ভরতার ধারা থেকে বিনিয়োগ ও বাণিজ্যনির্ভর কাঠামোতে প্রবেশ করবে, যেখানে অনুদানের পরিবর্তে গুরুত্ব পাবে বিনিয়োগ ও পারস্পরিক বাণিজ্য সম্প্রসারণ।

বাংলাদেশকে কী আমদানি করতে হবে

বাণিজ্য চুক্তি অনুসারে যুক্তরাষ্ট্র থেকে কী কী পণ্য আমদানির প্রতিশ্রুতি আছে, তা নিয়েও কথা বলেন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি ক্রিস্টেনসেন। তিনি বলেন, চুক্তিতে বাংলাদেশ ৩৫০ কোটি ডলারের মার্কিন কৃষিপণ্য (গম, সয়াবিন, তুলা ও ভুট্টা) কেনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এ ছাড়া আগামী ১৫ বছরে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশের ১ হাজার ৫০০ কোটি ডলারের জ্বালানিপণ্য আমদানির প্রতিশ্রুতিও রয়েছে। বর্তমানে যে হারে যুক্তরাষ্ট্র থেকে এলপিজি আমদানি হচ্ছে, তা অব্যাহত রাখলে এ লক্ষ্য পূরণ হওয়া সম্ভব।

তিনি আরও বলেন, যুক্তরাষ্ট্র থেকে গম আমদানি নিয়ে বাড়তি দামের কথা বলা হলেও যুক্তরাষ্ট্রের গমের গুণগত মান ও প্রোটিনের পরিমাণ বেশি। অন্য দেশ থেকে গম আমদানিতে পচনের হার ছিল প্রায় ২০ শতাংশ। তবে যুক্তরাষ্ট্রের গমে এ হার মাত্র আড়াই শতাংশ। এর সঙ্গে প্রোটিনের পরিমাণ ১১ দশমিক ৫ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৪ শতাংশে পৌঁছেছে।

রাষ্ট্রদূতের মতে, এই চুক্তি কোনো সহায়তা নয়, বরং বাণিজ্যিক চুক্তি, যা দুই দেশেই কর্মসংস্থান বাড়াবে ও নতুন সুযোগ সৃষ্টি করবে। এ ছাড়া চুক্তির অংশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকার ব্যবসার পরিবেশ উন্নত করার অঙ্গীকার করেছে, যাকে দেশের ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ ও ভোক্তাদের স্বাগত জানানো উচিত।

রপ্তানিবৈচিত্র্য বাড়াতে হবে

এ সময় প্রধান অতিথি হিসেবে বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আবদুল মুক্তাদির বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য অনেক বছর ধরে স্থিতিশীলতা ও প্রবৃদ্ধি দেখিয়েছে। একই সঙ্গে এটি স্বীকার করা জরুরি যে, আমাদের রপ্তানি কাঠামো অত্যন্ত সীমিত ও কেন্দ্রীভূত। দেশের তৈরি পোশাক খাতের রপ্তানির একটি বড় অংশ যুক্তরাষ্ট্রে, যা আমাদের জন্য একটি বড় ঝুঁকি তৈরি করে। তাই আমাদের রপ্তানিতে বৈচিত্র্যকরণ অত্যাবশ্যকীয়।'

বাণিজ্যমন্ত্রী আরও বলেন, 'আমরা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্ককে অত্যন্ত গুরুত্ব দিই। বিশেষ করে জ্বালানি খাতে যুক্তরাষ্ট্রের ওপর আমাদের নির্ভরতার কারণে। যদিও জ্বালানি খাতে যুক্তরাষ্ট্রের বিনিয়োগ ইতিবাচক অবদান রাখলেও সামগ্রিক বিনিয়োগ এখনো কম। তবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ডিজিটাল রূপান্তর ও আইসিটি খাতে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হতে পারে।'

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র

Exports demand-driven, no overcapacity

Commerce minister says

The Daily Star

29 APR 2026

STAR BUSINESS REPORT

Bangladesh's exports are order-based and free of overcapacity, Commerce Minister Khandakar Abdul Muktadir said yesterday amid an ongoing US investigation into forced labour and surplus production across 60 countries, including Bangladesh.

Speaking at a luncheon meeting on US-Bangladesh partnership hosted by the American Chamber of Commerce (AmCham) at the Sheraton in Dhaka, he also said Bangladesh has made substantial progress regarding labour rights.

The minister said Bangladesh's exports are driven by demand. Particularly, the garment industry produces strictly against international orders. "This is indicative of global demand, rather than excess capacity."

He pointed out that many factories are currently running below capacity due to energy and infrastructure constraints.

On forced labour, the minister mentioned that Bangladesh has enacted reforms in workplace safety and labour rights in partnership with the International Labour Organization (ILO) and other partners, establishing one of the most rigorously regulated and secure garment sectors in the world.

Stating that Bangladesh is committed to maintaining international labour standards, he said the government believes that the most constructive course of action to that end is continuing engagement and collaboration.

On partnership with the US, the minister said the government is confident that the bilateral relationship will continue to grow through trade, increased investment, technology collaboration, and continued dialogue.

He said the government is diversifying its export base by incorporating sectors such as pharmaceuticals, leather, agro-products, and light engineering, in addition to a booming ICT sector.

The minister stated that improving market access is imperative as the country is set to graduate from the least developed country status. "We look forward to continued US assistance to guarantee a seamless transition and maintain our global competitiveness."

He noted that although Bangladesh has established robust manufacturing capabilities READ MORE ON B3

and exports pharmaceuticals to more than 150 countries, the entry into the US market is still restricted by the intricate, expensive, and time-consuming regulatory processes.

"We are of the opinion that there is potential to improve the coordination between pertinent authorities, expedite the approval process, and simplify procedures," he said.

Also speaking at the event, AmCham President Syed Ershad Ahmed said in today's shifting global economic environment, the Bangladesh–US partnership remains vital for both growth and resilience.

The partnership plays a strategic role in sustaining export competitiveness, ensuring essential imports, and strengthening broader economic and industrial development, he added.

Bangladesh exported roughly $9.5 billion in goods to the US in 2025, with the garment sector alone accounting for $8.2 billion, capturing over 10 percent of the US apparel market, he said.

During the same period, the country imported about $2.3 billion from the US, primarily cotton and agricultural products.

Muktadir, meanwhile, stated that US foreign direct investment in Bangladesh rose from $193 million in fiscal year 2019-20 (FY20) to $426 million in FY22, before falling sharply to $89 million in FY24 and partially recovering to $132 million in FY25.

On a separate matter, he informed that the government may recruit foreign companies for loading and unloading at the Chattogram port to increase efficiency.

The minister also said the government will launch provisional permission for starting a business. Currently, it takes many months and more than 25 signatures to obtain the permission for entrepreneurs to start a business in Bangladesh.

Once an entrepreneur starts with the provisional permission, they can manage the original permission gradually in one to two months, he added.

The Daily Star

29 APR 2026

BGMEA seeks land for 'garment villages' in Ctg

STAFF CORRESPONDENT, *Ctg*

The Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) has urged the government to allocate 2-3 acres of land in different parts of Chattogram to establish compliance-based "garment villages" for small and medium-sized enterprises (SMEs) in the apparel sector.

The apex trade body made the call at a meeting with the Chattogram district administration at the deputy commissioner's office in the port city yesterday, according to a press release.

BGMEA leaders said SME factories in the region are struggling to meet compliance requirements—particularly in fire safety, environmental protection, and worker welfare—due to financial and infrastructural constraints.

They added that a planned industrial cluster would allow shared access to modern facilities, helping factories reduce costs, ensure compliance, and remain competitive in the global market, while also supporting export growth.

The association also noted that the number of garment factories in Chattogram has declined from around 700 to about 300, calling it a worrying trend for the country's key commercial hub.

Mohammad Zahedul Islam Mia, deputy commissioner and district magistrate of Chattogram, assured that the proposal would be given priority and that necessary steps would be taken in coordination with relevant ministries to assess feasibility and expedite implementation.

Selim Rahman, first vice-president of BGMEA; Mohammad Rafiq Chowdhury, vice-president; Md M Mohiuddin Chowdhury; Saif Ullah Mansur; and Enamul Aziz Chowdhury, directors, along with officials from the relevant departments, were also present.

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

The Business Standard
29 APR 2026

Chinese delegation eyes Bangladesh textile, chemical sectors for new investments

INVESTMENT – BANGLADESH

TBS REPORT

A delegation of Chinese business leaders visiting Dhaka is exploring investment opportunities in Bangladesh's textile sector and textile-related chemical manufacturing industry.

The delegation held a meeting in Dhaka on Monday with representatives of the Bangladesh China Chamber of Commerce and Industry (BCCCI).

During the meeting, the Chinese representatives sought detailed information on existing government investment incentives in the textile sector, along with regulatory requirements.

They also inquired about tax and VAT policies related to textile chemical production, including possible rebates on machinery imports, and asked about the availability of land for setting up projects.

In response, BCCCI representatives outlined the current tax and VAT incentives and highlighted opportunities for joint ventures, particularly in the textile industry. They noted that around 40 textile mills in the country are facing financial and technological challenges.

BCCCI President Md Khorshed Alam said Chinese investors could consider joint ventures in these mills, combining capital and technological support for mutual benefit.

He also proposed broader cooperation, including opening branches of Chinese commercial banks in Bangladesh, investing in the country's stock market, developing solar power projects, and establishing technical and vocational education institutions to facilitate technology transfer.

Li Lingshen, vice president of the China National Textile and Apparel Council, said potential sectors for collaboration between the two countries will be further reviewed.

The Business Standard
29 APR 2026

US envoy calls for swift trade deal implementation

TRADE – BANGLADESH

TBS REPORT

US Ambassador to Bangladesh Brent T Christensen urged Dhaka to promptly implement reforms under the Agreement on Reciprocal Trade signed during the tenure of the interim government, saying the deal safeguards access to the US market at lower tariffs while opening new avenues for trade and investment.

Speaking at a luncheon and policy dialogue yesterday, hosted by AmCham Bangladesh titled "Advancing US-Bangladesh Economic Partnership" at Sheraton Dhaka in Banani, the envoy said the agreement would also require Bangladesh to reform tariff and non-tariff barriers to facilitate increased imports from the United States and help rebalance bilateral trade.

"The ART [Agreement on Reciprocal Trade] is an excellent agreement, which preserves Bangladesh's access to the critical US market with competitive 19% tariffs down from 35% without the agreement, while making changes in Bangladesh's tariffs and non-tariff trade barriers designed to encourage imports from the United States to balance our trade," Christensen said.

Commerce Minister Khandaker Abdul Muktadir, who attended the event as the chief guest, said US involvement in Bangladesh's energy sector has been encouraging, though overall investment remains below potential, indicating the need to further boost investor confidence.

Christensen added that full implementation of the deal could accelerate not only bilateral trade but also Bangladesh's broader economic development.

The ambassador noted that Bangladesh has committed to purchasing $3.5 billion worth of US agricultural products – including wheat, soy, cotton and corn – as well as $15 billion in energy products over the next 15 years.

"These aren't aid packages; these are commercial deals that create jobs and opportunities in both our countries," he said.

Christensen also stressed the need for improvements in contract enforcement, a more predictable policy environment and modernised business practices to attract greater US investment.

Highlighting Bangladesh's potential, he said its young workforce, sizeable domestic market and strategic location could position it as a major manufacturing hub in the 21st century.

The commerce minister said Bangladesh's trade with the United States continues to grow but remains heavily reliant on ready-made garment exports, underscoring the importance of diversification.

He emphasised strengthening economic ties through export diversification, expanded market access and increased investment flows.

The minister added that the government is prioritising sectors such as pharmaceuticals, leather goods, agricultural products, light engineering and ICT to broaden the export base.

He also sought continued US support for Bangladesh's smooth graduation from least developed country (LDC) status, noting that Dhaka has proposed extending the transition period and is targeting November 2029 for graduation.

AmCham Bangladesh President Syed Ershad Ahmed delivered the welcome remarks, while speakers at the event called for deeper bilateral cooperation in trade, investment and economic development.

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো